ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের
মূল কাহিনী অবলম্বনে
পরিচালনা যান্ত্রিক
সংগীত নচিকেতা ঘোষ

কলা মন্দিরের দ্বিতীয় নিবেদন

ডাঃ নীহার রঞ্জন গুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে

ছিন্নপত্র

॥ পরিচালনা ॥

যাত্রিক

॥ সংগীত ॥

নচিকেতা ঘোষ

গীতরচনা ঃ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। অতিরিক্ত কাহিনী-বিন্যাস, চিত্রনাট্য ও সংলাপ ঃ উমানাথ ভট্টাচার্য্য। আলোকচিত্র পরিচালনা ঃ অনিল গুপ্ত, জ্যোতি লাহা। সম্পাদনা ঃ অমিয় মুখোপাধ্যায়। শিল্প নির্দেশনা ঃ সুবোধ লাল দাস। শব্দগ্রহণ ঃ অনিল দাশগুপ্ত, সোমেন চ্যাটার্জী। রূপসজ্জা ঃ অনাথ মুখার্জী ও নিতাই সরকার। ব্যবস্থাপনা ঃ অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায়। দৃশ্যসজ্জা ঃ চিরঞ্জীব শর্মা, বরজু সরদার, দ্বিজ বেনু, তামেস্বর। সাজসজ্জা ঃ সিনে ড্রেস। সজ্জাকর ঃ কানাই দাস। পটশিল্প ঃ রামচন্দ্র সিন্ধে ও কবি দাশগুপ্ত। পরিচয় লিখন ঃ দিগেন ষ্টুডিও। স্থিরচিত্র ঃ এড্না লরেঞ্জ। শব্দ পুনঃযোজনা ও সংগীত গ্রহণ ঃ সত্যেন চ্যাটার্জী ষ্টুডিও তত্ত্বাবধান ঃ আনন্দ মুখার্জী। প্রচার সচিব ঃ নিতাই দত্ত। প্রচার অঙ্কন ঃ ডিজাইন, রূপায়ণ, ভবানীপুর লাইট হাউস, রতন বরাট, এ. কে. কনসার্ন, এস. বি. কনসার্ন পালিত, মনোজ বিশ্বাস। কণ্ঠসংগীত ঃ আরতি মুখার্জী, বনশ্রী সেনগুপ্তা, দীনেন চৌধুরী। আলোক সম্পাত ঃ প্রভাস ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন দাস, সুনীল শর্মা, তারাপদ, কাশী কাহার, সুভাষ, হংস, রামদাস। রসায়নাগারে ঃ জ্ঞান ব্যানার্জী, কমল দাস, বাদল দাস, কালীপদ ঘোষ, সুনীল ব্যানার্জী। প্রচার উপদেষ্টা ঃ শ্রীপঞ্চানন।

সহকারীবৃন্দ—পরিচালনায় ঃ হিমাংশু দাশগুপ্ত, উমানাথ ভট্টাচার্য্য। চিত্রগ্রহণে ঃ শান্তি গুহ, বাউড়ি জানা। সম্পাদনায় ঃ অনীত মুখার্জী। সংগীত পরিচালনায় ঃ ভি. বালসারা। শব্দগ্রহণে ঃ বাবাজী, শ্যামল। শিল্প নির্দেশনায় ঃ বিশ্বনাথ চ্যাটার্জী। রূপসজ্জা ঃ সরোজ মুন্সী। ব্যবস্থাপনায় ঃ শৈলেন দাস, হাবুল রায়, ত্রৈলক্য দাস। প্রচারে ঃ রঞ্জন মুখার্জী, দ্বিজেন্দ্র নাথ সান্যাল, অধ্যাপক শান্তিময় কারফর্মা এম. এ. ও শ্রীমতী কুমকুম বসু এম. এ.। শব্দ পুনঃযোজনা ও সংগীত গ্রহণে ঃ বলরাম বারুই, প্রভাত বর্মন, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—বিজয় ভট্টাচার্য্য (লখনউ), রবীন মিত্র (লখনউ), চিনু দাশগুপ্ত (লখনউ), বাসু সান্যাল (লখনউ), রীণা সান্যাল (লখনউ), নিরু সান্যাল (লখনউ), পাইওনীয়ার টিউব ওয়েল ইণ্ডাস্ট্রীজ প্রা: লি:, চন্দ্র এণ্ড সন্স ও অমর নান N P. টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে গৃহীত ও ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরীজে ধীরেন দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত।

রূপায়ণে ঃ উত্তমকুমার, মাধবী চক্রবর্তী ও উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী।

কমল মিত্র, অসিতবরণ, জহর রায়, হরিধন মুখার্জী, আনন্দ মুখার্জী, অমরনাথ মুখার্জী, উমানাথ ভট্টাচার্য্য, সুব্রত সেন, গৌর সী, সাধন সেনগুপ্ত, অনাদি ব্যানার্জী, শক্তি চ্যাটার্জী, নীলোৎপল দে, শম্ভু ভট্টাচার্য্য, খগেন পাঠক, ভানু চ্যাটার্জী, জ্যাম বড়ুয়া, গজা, তারক চ্যাটার্জী, রঘুনাথ দত্ত, দেবেন্দ্র, নিমাই, কেষ্ট, বিশু, হাবুল রায়, হিমাংশু দাশগুপ্ত, ডা: হিমাদ্রি চৌধুরী, সুকুমার ব্যানার্জী, সুকুমার মুখার্জী, বারীন, কানাই।

চন্দ্রাবতী দেবী, অপর্ণা দেবী, ঊষা দেবী, ঝুমা মুখার্জী, মালবিকা, কাকলি, বুলা ঘোষ, ইন্দুলেখা চ্যাটার্জী, বকুল ব্যানার্জী এবং দিলীপ মুখার্জী।

● বিশ্ব পরিবেশনা : শুভ চিত্রম, ১৫, প্রফুল্ল সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ●

কাহিনী

মা-কে কেন্দ্র করে আশীষের জীবন।

বাবা নেই ; শিশুকাল থেকে মা'র মুখে শুনে আসছে—তার বাবা হারিয়ে গেছে। কিন্তু মারা যাওয়ার আগের দিন মা তাকে বলে গেল ; হারিয়ে যায়নি, আশীষের বাবা নতুন করে সংসার পেতেছে।

কোনদিন যদি তার দেখা পায়, আশীষ কি কৈফিয়ত চাইবে না—কেন তার বাবা তাদের ফেলে পালিয়েছিল !

* * * *

একদিন রাত্রে বন্ধুর বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ খেয়ে ফেরার সময় নির্জন পথের ধারে আশীষের চোখের সামনে ঘটে গেল একটা ভয়ংকর দুর্ঘটনা···

একটা প্রাইভেট গাড়ি পেছন থেকে এসে একটা ট্যাক্সীর পথ আগলে দাঁড়ালো ; একটা ব্যাগ হাতে নিয়ে ছুটে পালাবার চেষ্টা করল ট্যাক্সীর আরোহী, কিন্তু আততায়ীর আঘাতে লুটিয়ে পড়ল সে।

আততায়ীরা ব্যাগটা নিয়ে চলে গেল।

কাছে গিয়ে আশীষ স্তম্ভিত—আহত লোকটাকে দেখতে হুবহু তারই মতন।

কি করবে, ভেবে ওঠার আগেই পুলিশের গাড়ির হেড্‌লাইট এগিয়ে আসছে দেখে আশীষ সেখান থেকে সরে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেল কুড়িয়ে-পাওয়া একটা মানি-ব্যাগ্।

মৃত ব্যক্তির নাম প্রতীপ, লখনউ-এর অধিবাসী। সেখানে তার মা আছে, আর আছে অন্ধ বাবা। মানি ব্যাগ-এ লখনউ-এর ঠিকানা।

* * * *

আশীষকে লখনউ-এর সবাই প্রতীপ বলে ভুল করল। কিন্তু মায়ের কাছে ধরা পড়ে গেল সে। আশীষ বলল; চেহারায় মিলের সুযোগ নিয়ে সে সম্পত্তি দখল করতে আসেনি; এসেছে···

কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল তার; তবু তাকে বলতে হল প্রতীপের মৃত্যুর সেই ভয়াবহ ঘটনার কথা।

মায়ের হাহাকার তার বুকেও ঝড় তুলল। কিন্তু অভিমান-ক্ষুব্ধ আশীষ শিশুকালে হারিয়ে যাওয়া বাবাকে চিনতে পেরেও নিজের পরিচয় দিতে পারল না।

* * * *

মায়ের অনুরোধে ক'দিনের জন্যে লখনউ-এ সবার চোখে প্রতীপ হয়ে থাকতে রাজী হল আশীষ।

কিন্তু জীবনের গতি বড় বিচিত্র। এ সংসারের ভাল-মন্দ সবকিছুর সঙ্গে পাকে পাকে জড়িয়ে পড়তে লাগল সে। বিরোধ বাধল সুরজিতের সঙ্গে। সুরজিত, এদের ভাল করার নামে, যার একমাত্র চেষ্টা ছিল সব সম্পত্তির মালিক হয়ে বসা; এবং এই উদ্দেশ্যে রুমার মত নষ্ট-মেয়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে যে একদিন প্রতীপকে কলকাতায় পাঠিয়েছিল যাতে সে আর কোনদিন লখনউ-এ ফিরে আসতে না পারে।···

কিন্তু সেই প্রতীপ ফিরে এল অন্য মানুষ হয়ে···অফিসের কাজে সুরজিতের কৈফিয়ত তলব করছে সে···

সুরজিতের চোখে বাঁধা লাগল।

প্রতীপ-রূপী আশীষের সঙ্গে তার বিরোধ তীব্রতর হল। এবং সেই বিরোধে পরাজিত হয়ে সুরজিত যখন প্রায় দিশেহারা, রুমা এসে হাজির হল সেখানে। শেষ-মুহূর্তের অবলম্বন হিসেবে সুরজিত আঁকড়ে ধরল তাকে।

রুমা জানালো প্রতীপের মৃত্যুর ঘটনা···সেদিন ট্যাক্সীতে সেও ছিল প্রতীপের সঙ্গে; তার চোখের সামনেই প্রতীপকে খুন করা হয়েছিল।

আশার আলো দেখতে পেল সুরজিত।

বাবা আশীষকে অভিযুক্ত করল "ঠগ, জোচ্চোর" ব'লে।

মায়ের মুখে কথা নেই।

সুরজিতের আর একটি ষড়যন্ত্রের বলি—আশীষ গ্রেপ্তার হল প্রতীপ হত্যার অভিযোগে।···

কিন্তু এইখানেই কি শেষ?

ন্যায়—নীতি-ভালবাসার কি কোন দাম নেই এই নির্মম পৃথিবীতে?

সত্যের খর-রৌদ্র কি পরাজিত-মিথ্যাকে অন্ধকারে মুখ লুকোতে বাধ্য করবে না—চিরকালের জন্য···চিরকালের জন্য···

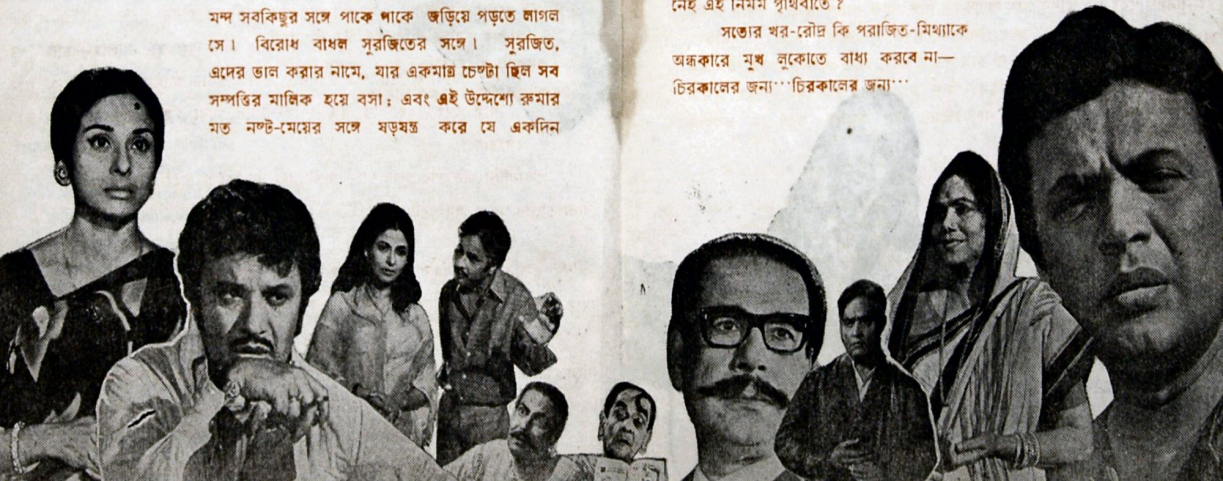

সংগীত

ধু ধু এই সাহারা
তুমি না হয় মরুকুঞ্জ
আমি বড় ক্লান্ত।
পথ যে অনেক বাকী
যদি একটু থাকি
থাকতে দেবে।
দল ছাড়া বেদুইন আমি বড় একা
এই দুনিয়াটা বেইমান জীবনটা যে ফাঁকা
হা—হা—হা—হা—হা—হা
বন্ধু ভেবেই যদি
একটু তোমায় ডাকি
ডাকতে দেবে।

তৃষ্ণা—কত বেশী তৃষ্ণা
কেউ জানে না
এই দারুণ সাহারা রাতে
মনটা সিরাজী করে
কেউ আনে না।
নয় তুমি কিছুক্ষণ জুড়াতেই দিলে
এই বেদরদী দিলটাকে নয় কেড়ে নিলে।
সোহাগী এ চোখ যদি
তোমার চোখেই রাখি
রাখতে দেবে।

তোমাকে স্বপ্নে দেখেও সুখ
তোমাকে সামনে দেখেও সুখ ॥
জানিনা ফুলের কী হয় ফাগুন দেখে
জানিনা রাতের কী হয় জোছনা মেখে
আমি শুধু জানি জানি জানি জানি
মনে মনে মানি ॥
কে জানে আজ কী তিথি
পুরোনোই নতুন হয়ে এলো
ছিল মনে মনে
সেই কথা আজ গানেতে সুর পেল
আমারই অনুরাগে
আমারই নতুন লাগে
তোমার চেনা মুখ
জীবনের বাঁধন ভাঙা
এ লগন কোথায় পাবো বলো
চলো না আমায় নিয়ে
ওই সুদূরের নিমন্ত্রণে চলো
ভাবিনি কোন কালে
মনেতে মন হারালে
উঠবে ভরে বুক ॥

ওহো ও নদীরে
ওই নদী ভাবে চাঁদ ধরেছে বুঝি
ও যে চাঁদ নয় তার প্রতিবিম্ব।
আসল চাঁদ ঐ আকাশ থেকে
দ্যাখে হাসি মুখে।
ওরে যতক্ষণ চাঁদ না দেয় আলো
ওহো ওহো ওহো।
জোনাই পোকা জ্বলে ভাল
ওহো ওহো ওহো।
যাত্রা দলের রাজা কি আর
থাকে রাজার সুখে।
ওরে ও বোকা নদীরে
তুই বড় বোকারে
এই পৃথিবীতে মেকী নকল
ওহো ওহো ওহো।
ওরে আসলটাকে করছে দখল
ওহো ওহো ওহো।
নকলটাকে চালাস নে মন
মিথ্যে কপাল ঠকে।

শুভ চিত্রমের প্রচার দপ্তর থেকে প্রচার সচিব নিতাই দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত।
মুদ্রণে : প্রিন্টোরিয়েন্ট, ৩২/১৩/বি, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬।
● পরিকল্পনা, সম্পাদনা ও গ্রন্থনা : শ্রীগণনন ●